কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬০তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভা ১৯/৮/২০০৮ খ্রি. তারিখ জনাব এম হারুন-উর-রশীদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে, জনাব এম হারুন-উর-রশীদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড সরকারী কাজে অন্যত্র থাকায় সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় সভাপতি মহোদযের নির্দেশক্রমে সদস্য পরিচালক (শস্য) সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব ননী গোপাল রায়, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, অদ্যকার সভার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সভায় পেশ করেন এবং আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে উপস্থঅপন করতে বলেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর জানান যে, বোরো/২০০৭-২০০৮ মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ ৫১টি হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর সর্বমোট ৯৬টি (১ম বর্ষ ৫৫টি, ২য় বর্ষ ২৬টি এবং পুনঃট্রায়ালকৃত ১৫টি) হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অনষ্টেশন ও অনফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠ বাস্তবায়নের নিমিত্ত উল্লেখিত ৯৬টি জাতের মধ্যে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন পর্যন্ত) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৮ এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উধের্ক্ষ) জাতের সাথে ব্রি ধান-২৯ চেক জাত হিসেবে (প্রত্যেক সেটে) ব্যবহার করে ৬টি সেটে যথাক্রমে A সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-২৯২ থেকে এইচ-৩০৯), B সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-৩১০ থেকে এইচ-৩২৭), C সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-৩২৮ থেকে এইচ-৩৪৫), D সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-৩৮২ থেকে এইচ-৩৬৩), E সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ- ৩৬৪ থেকে এইচ-৩৮১) এবং F সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-৩৮২ থেকে এইচ-৩৯৯) সর্বমোট ৯৬টি জাতের (চেকজাতসহ) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক যথাসময়ে উল্লেখিত ট্রায়াল সমূহের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরন পদ্দতি" অনুসরনপূর্বক এসসিএ কর্তৃক বিশ্লেষন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতসমূহ জীবনকালের ভিত্তিতে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন পর্যন্ত) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৮ চেক জাতের সাথে এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উধের্ক্ষ) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৯ চেক জাতের সাথে Heterosis % বিশ্লেষন পূর্বক A, B, C, D, E, & F সেট এর জন্য Table No. ১ থেকে ১৮ পর্যন্ত অঞ্চলভিত্তিক ফলাফলের বিশ্লেষিত তথ্য এবং প্রত্যেক সেটে সংযুক্ত একটি Summary table এ গড় ফলন এবং Summary table এ কোড ওয়ারী সন্নিবেশিত Heterosis % সভার উপস্থাপন করা হয়। যে সকল জাত পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতের ক্ষেত্রে ১ম বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis% এবং ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis % এর গড় ফলন উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুইটি অঞ্চলে ২০% বেশী হওয়া সাপেক্ষেই সংশ্লিষ্ট জাতগুলোকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে এবং পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে অনুরুপভাবে অনষ্টেশন ও অনফার্মের তিন বছরের গড় ফলনের Heterosis% বিশ্লেষনের মাধ্যমে ফলাফল বিবেচনার বিধান রয়েছে।

উপস্থাপন শেষে সভাপতি মহোদয় ট্রায়ালকৃত ফলাফলের ওপর মতামত প্রদানের জন্য আহবান জানান। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে জনাব এ কে এম শাহরিয়ার, আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসর, চট্রগাম বলেন যে, কুমিল্লা অঞ্চলে অনষ্টেশনে ট্রায়াল প্লটে BLB/BLS সহ গোড়া পঁচা রোগের আক্রান্ত হওয়ায় অন ফার্ম ট্রায়ালের চেয়ে ফলন কম সার প্রয়োজ করা সত্বেও জমি আনুপাতি হারে বেশী উর্বর ও সবসময় পানি থাকার দরুন এমনটি হয়েছিল। তবে অনফার্মের কৃষকের জমিতে আনুপাতিক হারে উর্বরতা কম থাকয় এমনটি হয়নি। তিনি আরো উল্লেখ করেন ভবিষ্যতে ট্রায়াল স্থানে মাটির গুনাগুন পরীক্ষা করে সারের মাত্রা নির্ধরন করলে এ ধরনের সমস্যা হবে না।

জনাব মোঃ আজিজুল হক, ম্যানেজার, ব্র্যাক বলেন যে, গত বোরো মৌসুমে ৯৬টি হাইব্রিড জাতের ট্রায়াল হয়েছে এবং দেখা যায় প্রতি বৎসরই হাইব্রিড জাতের ট্রায়াল কোম্পানীর সংখ্যা যেমন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সাথে জাতের সংখ্যাও বেড়েই চলেছে। এ ভাবে হাইব্রিড জাতের সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে আগামীতে অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়ালের নিমিত্তে জমি সংকুলানসহ ট্রায়াল ব্যবস্থাপনার ব্যাখাগ ঘটবে। এ প্রেক্ষিতে তিনি বর্তমান নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনের অনুরোধ জানান। ডঃ মোঃ আলী আজম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা, ময়মনসিংহ, বলেন যে গত মৌসুমে ট্রায়ালে ১০০টির বেশী জাত দেখা যায় এবং কিছু কিছু জাত Morphologically

একই রকম মনে হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ট্রায়ালে জাতের সংখ্যা বেশী হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন তারিখে মূল্যায়ন ও শস্য কর্তন করতে হয় বিধায় কমিটির সদস্যদের মাঠ মূল্যায়ন ও শস্য কর্তনে অংশগ্রহণ কষ্টকর হয়।

জনাব মোঃ মাসুম চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোঃ লিঃ উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানী হাইব্রিড জাতের জন্য Fancy নাম ব্যবহার করছেন যা বীজ বিধির পরিপন্থি। তাই Fancy নাম পরিহার করা দরকার। ডঃ এফ এইচ আনসারী, নির্বাহী পরিচালক, এসিআই লিঃ উল্লেখ করেন যে, হাইব্রিড ধান চাষে আমাদের দেশের কৃষকরা দিন দিন উৎসাহিত হচ্ছে এবং হাইব্রড ধান বীজ উৎপাদনে অনেক প্রতিষ্ঠান ও লোকবল জড়িত। তাই হাইব্রিড ধানের আবাদ আরও সম্প্রাসারন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন নীতিমালা আরও সহজ ও সহায়ক হিসেবে সংশোধন করা দরকার।

জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, ডিডি (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জানান যে, হাইব্রিড ট্রায়াল আরও সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত বর্তমান "হাইব্রিড ধান মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরন পদ্ধতিটি" সংশোধনের জন্য ইতিপূর্বে কারিগরি কমিটি কর্তৃক একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং উক্ত কমিটি কতৃক প্রনয়নকৃত একটি সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করেন। জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোঃ, জনাব এফ আর মালিক, মল্লিকা সীড কোম্পানী ও মোঃ শাহজাহান, এডভাইজার, পেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিঃ সহ উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ বর্তমান "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতিটি" আরও আলোচনাপূর্বক অধিকতর সংশোধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এ প্রেক্ষিতে প্রফেসর ডঃ লুৎফুর রহমান, বাকৃবি, ময়মনসিংহ উল্লেখ করেন যে, একই জাত ভিন্ন ভিন্ন নামে ট্রায়াল ও বাজার জাত হয়ে থাকলে তা DNA Finger Printing এর মাধ্যমে চিহ্নিত করে রোধ করা সম্ভব হবে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, বিভিন্ন কোম্পানী ট্রায়ালে অংশ গ্রহনের পূর্বে অন্ততঃ এক বৎসর নিজস্বভাবে ট্রায়াল মূল্যায়ন করবে এবং তা এসসিএ ও ব্রি যৌথভাবে মনিটর করবে। এ ছাড়াও প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ ও পুনঃট্রায়ালগুলো পৃথক পৃথকভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং বর্তমান নীতি মালা অধিকতর সংশোধনের নিমিত্ত প্রনয়নকৃত সুপারিশমালা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক পুনঃসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

আলোচনার এক পর্যায়ে ডঃ এ ডব্লিউ জুলফিকার, পরিচালক (প্রশাসন), ব্রি বলেন যে, দাখিলকৃত ফলাফল শিটে দেখা যায় ব্রি কতৃক উদ্ভাবিত ব্রি হইব্রিড ধান-২ জাতটি পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে তিন বছরের গড়ে কোন অঞ্চলেই ২০% Heterosis % অতিক্রান্ত না হলেও শেষের দুই বছরের অনষ্টেশন ও অনফার্মে গড়ে যথাক্রমে ঢাকা-৫৯.৫ এবং ১৮.২, ময়মনসিংহ-৯.০ এবং ৯.০, কুমিল্লা-৩৪.০ এবং ১৮.০ যশোর-২৬.৫ এবং ৩৭.৫, রাজশাহী-১৮.০ এবং ৩৩.০ ও রংপুর অঞ্চলে ৩০.০ এবং ১০.০ Heterosis% পাওয়া গিয়েছে। অনুরূপ ভাবে জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ) উল্লেখ করেন যে, বিএডিসি কর্তৃক আমদানীকৃত এসএল-৮এইচ হাইব্রিড জাতটি দুই বছরের অনষ্টেশন ও অনফার্মে গড়ে যথাক্রমে ঢাকা-৪.০ এবং ১১.০, ময়মনসিংহ ২য় বছরে ২০.৩ এবং ২১.২, কুমিল্লা-২৩.০ এবং ২৫.০, যশোর-২৬.০ এবং ১৮.০, রাজশাহী-২.০ এবং ১০.০ ও রংপুর--৪.০ এবং ১৪.০ Heterosis% পাওয়া গিয়েছে। এ জাত দু'টিকে বিশেষ বিবেচনায় নিবন্ধনের জন্য সভায় আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে ডঃ আব্দুস ছালাম পরিচালক (গবেষণা) ব্রি ও প্রফেসর ডঃ আব্দুল খারেক মিয়া, বশেমুরকৃবি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রাইভেট সেক্টরের পাশাপাশি পাবলিক সেক্টর থেকে দেশে কিছু হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন হলে ভাল হতো। প্রফেসর ডঃ লুৎফুর রহমান, বাকৃবি, ময়মনসিংহ বলেন যে, হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অনষ্টেশন ও অনফার্মের উভয় ক্ষেত্রে যদিও ২০% Heterosis % থাকার কথা উল্লেখ রয়েছে, তবে কমিটি মনে করলে জাতীয় স্বার্তে পাবলিক সেক্টর তেকে ভবিষ্যতে আরো ভাল হাইব্রিড জাত উন্নয়নে উৎসাহিত করনের লক্ষ্যে ব্রি এবং বিএডিসি'র উল্লেখিত হাইব্রিড জাত দুইটির ক্ষেত্রে যে সকল অঞ্চলে বর্তমান প্রচলিত ২০% এর স্থলে ১৮% পর্যন্ত Heterosis% কে বিবেচনায় এনে অঞ্চল ভিত্তিক নিবন্ধনের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। এ প্রেক্ষিতে জনাব ফারুক হোসেন, প্রতিনিধি, সিনজেন্টা বলেন যে, প্রাইভেট সেক্টরের তথা দেশের স্বার্থে ভবিষ্যতে পাবালিক সেক্টর থেকে আরো উন্নত হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করতে পারলে বিদেশ থেকে হাইব্রিড জাতের বীজ আমদানীর নির্ভরশীলতা পর্যায়ক্রমে কমে যাবে। জনাব এফ আর মারিক, মল্লিকা সীড কোঃ বলেন যে, অদ্যাবধি দেশে বারো মৌসুমে চাষাবাদ যোগ্য কোন সরু ও সুগন্ধী জাত নেই, এমন কি বোরো মৌসুমে চেকজাত হিসেবে ব্যবহার যোগ্য কোন সরু ও সুগন্ধী জাত উদ্ভাবিত হয়নি। ফলে তার কোম্পানীর অনুকূলে ট্রায়ালকৃত মল্লিকা বাসমতি-১ (সুগন্ধী) হাইব্রিড জাতটি এ বছর ব্রিধান-২৮ এবং ব্রিধান-২৯ চেকজাতের সাথে ট্রায়াল দেওয়া হয়েছে যা কখনও প্রয়োজনীয় Heterosis% Meetup করে নিবন্ধন পাওয়া সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে প্রফেসর ডঃ লুৎফুর রহমান বলেন যে, বোরো মৌসুমে চাষাবাদ যোগ্য কোন সরু ও সুগন্ধী হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা সম্ভব হলে দেশে সুগন্ধী চাল উৎপাদনে অবশ্যই বিপ্লব সাধিত হবে। এ ক্ষেত্রে জাতটি নিবন্ধনের বিশেষ বিবেচনায় আনা যেতে পারে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

সভাপতি মহোদয় পাবলিক সেক্টরের দুইটি হাইব্রিড জাত ও মল্লিকা সীড কোম্পানীর বোরো মৌসুমের সুগন্ধী হাইব্রিড জাতটি জাতীয় স্বার্থে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

বিস্তারিত আলোচনার পর সভাপতি মহোদয় ২০০৭-২০০৮ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের গোপনীয় কোড (এসসিএ কর্তৃক সংরক্ষিত) উন্মুক্ত করেন এবং ফলাফল Compilation পূর্বক উপস্থাপন করতে বলেন। ফলাফল উপস্থাপনের পর বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তবলী ১ ঃ

২০০৬-২০০৭ এবং ২০০৭-২০০৮ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুইটি অঞ্চলে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) বায়ার ক্রপ সাইন্স লি এর এ্যারাইজ TM তেজ (96110) হাইব্রিড জাতটি যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-২২৪ ও এইচ-৩৪২)।

খ) অটো ক্রপ কেয়ার লিঃ এর যমুনা (QDR 3) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৩৩ ও এইচ-৩০৩)।

গ) মিতালী এগ্রো সীড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর হীরা-৬ (HS 48) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-২৪০ ও এইচ-৩০৯)।

ঘ) সুপ্রিম সীড কোঃ এর হীরা-৪ (HSQ 1) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-২৭৫ ও এইচ-৩৩৬)।

ঙ) লিলি এন্ড কোং এর লিলি-১ (CNR 5104) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৪১ ও এইচ-৩০৫)।

চ) এ সি আই ফরমোলেশন লিঃ এর রাজকুমার (GH-14) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৭২ ও এইচ-৩১৪)।

ছ) এ সি আই ফরমোলেশন লিঃ এর সম্পদ (93024) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিহ ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৫৮ ও এইচ-৩০১)।

জ) এ সি আই এগ্রো কেমিক্যালস লিঃ এর ফলন (GH-12) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৬৫ ও এইচ-৩৪৩)।

ঞ) এফেক্স ক্রাপ্ট লিঃ এর সেরা (BRS 696) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৬৪ ও এইচ-৩০৬)।

ট) এনার্জি প্যাক এর এগ্রো জি-১ (EAL-9201) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৪৫ ও এইচ-৩৩১)।

ঠ) এনার্জি প্যাক এর এগ্রো জি-২ (EAL-9202) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৫২ ও এইচ-২৯৬)।

ড) মেসার্স কোয়ালিটি সীড কোং এর পান্না-১ (CGSC-1) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-২৪৭ ও এইচ-২৯৭)।

সিদ্ধান্তবলী ২ ঃ

২০০৫-২০০৬, ২০০৬-২০০৭ এবং ২০০৭-২০০৮ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের পুনঃট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে তিন বছরের গড় ফরন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাত গুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় জীব বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত WBR-2 (Modhomoti-2) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৫৮, এইচ-২১৯ ও এইচ-৩০৮)। উল্লেখ্য যে, এ জাতিট ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

খ) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত WBR-5 (Modhomotic-5) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৬০, এইচ-২০৭ ও এইচ-৩১৭)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকবাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

গ) মেটার সীড কোং লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত HRM-01 (Agrani-7) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপরিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৫০, এইচ-২২০ ও এইচ-৩২২)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঘ) মেটার সীড কোং লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত HRM-02 (Sharathi-14) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিব্নধনের জন্য সুপরিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৫১, এইচ-২১২ ও এইচ-৩৩৩)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঙ) আলমগীর সীড কোঃ লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত চমক-১ (Chamak-1) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৬৪, এইচ- ২০৯ ও এইচ-৩১০)।

চ) সুপ্রিম সীড কোঃ লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত Supreme Hybrid-5 (Heera-5) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৫৭, এইচ-২১০ ও এইচ-৩১৩)। উল্লেখ্য যে, এ জাতিট ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ছ) এ সি আই লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত ACI-1 (TSS-64) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১০১, এইচ-১২৭ ও ইচ-৩৪১)। উল্লেখ্য যে জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নবিন্ধন করা হয়েছে।

জ) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর পূণঃ ট্রায়াকৃত L.P.05 হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৬২, এইচ-১৯৯ ও এইচ-৩১৮)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

শর্ত ১ ঃ বীজ আমদনী কারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যের সাথে উৎসব দেশের সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

শর্ত ২ ঃ এক বছরের আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বজি বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত ৩ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত ৪ ঃ বীজের গুণাগুণ পরীক্ষার নিমিত্তে Supplier কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report সঠিক সময় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ৩ ঃ পাবলিক সেক্টরকে হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন/উন্নয়নে উৎসাহিত করনের লক্ষ্যে অনষ্টেশন ও অনফার্মে দুই বছরের গড় পলন বিশেষ বিবেচনায় প্রচলিত ২০% এর স্থলে ১৮% পর্যন্ত Heterosis % কে বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান-২ জাতটিকে ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর এবং রাজশাহী এবং বিএডিসি কর্তৃক আমদানীকৃত এস এল ৮-এইচ হাইব্রিড জাতটিকে কুমিল্লা, যশোর এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

সিদ্ধান্ত ৪ ঃ বোরো মৌসুমে দেশে সুগন্ধী হাইব্রিড জাত না থাকায় রপ্তানী করণের লক্ষ্যে মল্লিকা সীড কোম্পানীর মল্লিকা বাসমতি-১ (সুগন্ধী) হাইব্রিড জাতটি দ্বিতীয় বছর ট্রায়াল সম্পন্ন শেষে ব্রিধান-২৮ এর সমকক্ষ ফলন পাওয়া সাপেক্ষে জাতটিকে নিবন্ধনের বিবেচনায় আনার নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্য ও বিভিন্ন বীজ কোম্পানীর প্রতিনিধিগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(ননী গোপাল রায়)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(এম হারুন-উর-রশীদ)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।